মুশকিল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥মুশকিল॥

পিসিমা সকালে উঠে আমায় বললেন–যা পয়সা নিয়ে গিয়ে দেখে আয় দিকি বদগাঁর খোঁয়াড়ে। যদি সেখানে গরুটা গিয়ে থাকে,–দেখেই এস না কেন বাপু–

মা বললেন–ওকে পাঠানো আর না পাঠানো দু-ই সমান। ও কি বলবে সেখানে গিয়ে? ও পারবে না। ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কখনও ঘরের বার হয় নি।

এ কথায় আমি চটে গেলাম মনে মনে। বললাম–তুমি পাঠিয়েই দেখ না কেন, পারি কি পারি নে। আমি বনগাঁ গিয়ে আর গরু দেখে আসতে পারি নে? খুব পারি।

বনগাঁ আমি কখনও যাই নি। শুনেছি সে মস্ত বড় শহর-জায়গা। কত গাড়ি ঘোড়া, লোকজন, রেলগাড়ি–আরও কত কি দেখার জিনিস সেখানে। আমাদের গ্রামের কিছু দূরে যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে পূর্বদিকে তিনক্রোশ রাস্তা নাকি যেতে হয়।

ওখানে বড় স্কুল আছে। আমাদের গাঁয়ের গিরীন ডাক্তারের ছেলে সুরেন সেখানে স্কুলবোর্ডিঙে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে এসে বনগাঁ শহরের কত আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প করে শুনেছি। সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা কিছুতেই আমাকে সেখানে যেতে দেবে না। গেলে নাকি আমি গাড়িঘোড়া চাপা পড়ব। গাড়িঘোড়া কি লোকের দিকে তেড়ে ছুটে আসে। সাবধান হয়ে বেড়ালেও কি লোকে গাড়িঘোড়া চাপা পড়ে?

BANGLADARSHAN.COM

অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজী করাই। আট আনা পয়সা দিয়ে বললেন–এটা কাপড়ের খুঁটে আলাদা করে বেঁধে নে–তুই আবার যে রকম ছেলে, হারিয়ে ফেলবি কোথায়। আর তুই কিছু কিনে খাস, এই নে চার পয়সা।

আমি বললাম–আরও দুটো পয়সা দাও।

–আবার কি হবে?

–দাও না। খেলনা কি নতুন জিনিস কিনে আনব!

–যা নিয়ে।

ভাদ্রমাস। চারিদিকে সবুজ আমন ক্ষেতে ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। বন-ধুঁধুলের বড় হলদে ফুল ঝোপে ঝোপে ফুটে রয়েছে। শুকনো কাঠ ভেঙে পড়েছে পাকা রাস্তার উপর একটা চটকা গাছের তলায়। একটা বিলিতি শিরীষ গাছে মাকাল ফল পেকে ঝুলছে। পাট-বোঝাই একখানা গরুর গাড়ি আমার আগে আগে চলেছে হ্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে।

আমার মন খাঁচা-খোলা পাখির মত হয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন চলেছি কত দূরে।

রক্ত-কুঁচের কাঁটালতায় হলুদ ফুল ফুটেছে, তার কেমন গন্ধ! লতা বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠেছে ঝোপের মাথায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেখে যেমন একটা ঢিল মেরেছি, অমনি পালিয়ে গেল।

পাটবোঝাই গাড়িটা এবার ধরে ফেলেছি। একটা বুড়ো মুসলমান গাড়ি চালাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে পাটের বস্তার ওপর বাঁশ ধরে বসে আছে। বুড়োকে দেখতে আমাদের গাঁয়ে ময়জ্জদি কাকার মত।

আমি বললাম—কোথাকার গাড়ি?

বুড়ো গাড়োয়ান বললে—সনেকপুরির।

—কোথায় যাবে?

—বনগাঁয়ে কুন্ডুদের আড়তে।

—আমায় নেবে?

—উঠতি যদি পার ওপরে তবে চল।

—গাড়ি থামাও!

BANGLADARSHAN.COM

—থামতি পারব না, পেছন দিয়ে ওঠ।

—হ্যাঁ, পড়ে মরি আর কি! যাও তুমি চলে।

—ওঠ না খোকা, ভয় কি।

—না, তুমি যাও—তোমার আগে বনগাঁ পৌঁছে যাব।

খানিকক্ষণ জোর পায়ে হাঁটবার পরে কোথায় পড়ে রইল গরুর গাড়িটা। বার বার খুশির সঙ্গে পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাগ্দী মস্ত বড় একটা মাছ নিয়ে চলেছে বনগাঁর দিকে। তাকেও গিয়ে জোর পায়ে ধরে ফেললাম। সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। দু একবার চাইবার পর বললে—বাবা, কোথায় যাবা?

—বনগাঁ।

—কেন?

—গরু পণ্টে গিয়েছে, আনতে যাব।

—আপনাদের বাড়ি কনে?

—গোপালনগর।

–ওখানে তো পণ্ট আছে।

–সে পণ্টে নেই, আজ দুদিন হারিয়েছে। মা বললে, বনগাঁর পণ্ট খুঁজে আসতে।

–আজকাল দুষ্টুমি করে দূরির পণ্টে দেয়। তা চল মোর সঙ্গে।

খানিকদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বনজঙ্গলের মধ্যে তালগাছ থেকে ধূপ করে একটা তাল পড়ল। আমি ছুটে আনতে যাচ্ছি, মাছওয়ালা বাগ্দী আমাকে বললে–কোথায় যাচ্ছেন বাবা? যাবেন না। জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে। এখন বিকেলে রোদ নেই, দেখতে পাবেন না। আর তাল নিয়ে যাইবেন কেমন করে?

সে কথা ঠিক। বইব কি করে অত বড় তালটা সে কথা ভেবে দেখি নি। তাল পড়বার শব্দ হলেই দৌড়ানো চাই। তখন আরও মনে পড়ল আমাদের পুকুরধারেই জ্যাঠামশায়দের তালগাছ থেকে আজই সকালে দুটো বড় বড় তাল কুড়িয়ে এনেছি। গিয়ে আরও কত কুড়োবো। কি হবে এখান থেকে তাল বয়ে নিয়ে গিয়ে? রাস্তার দু-ধারে খালি বনজঙ্গল। এক জায়গায় বুনো করমচা পেকে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বারণ করল–যেও না যেও না। ও তুলো না–

–কেন?

–কেন আবার! বাড়ি থেকে সদ্য বেরিয়েছ ছেলেমানুষ। ও ফল খেলি হাড়ের জ্বর এখুনি টেনে বের করে এনে ফ্যালাবে।

BANGLADARSHAN.COM

–আমাদের বাড়িতে তো কত খায়।

–খায় রেঁধে। কাঁচা কেউ খায় বলতি পার?

ওর ওপর আমার বড় রাগ হল। ও কি আমার অভিভাবক, যা করতে যাচ্ছি তাতেই বাধা দিচ্ছে? তাল কুড়ুতে দেবে না, করমচা খেতে দেবে না, ভাল রে ভাল। তুমি তোমার পথে যাও, আমি মোর পথে যাই। আমি ওকে বললাম–বনগাঁ কতদূর হবে?

–এইবার চাঁপবেড়ে ছাড়ালি তবে বনগাঁ।

–তোমার বাড়ি কোথায়?

–সাতবেড়ে।

দূর থেকে একটা সাদা কোঠাবাড়ি চোখে পড়ছে। ওই হল বনগাঁ শহর। আমার মন আনন্দে ও ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। না জানি কত কি জিনিস এখুনি চোখে পড়বে! কত বড় শহর বনগাঁ। কি বড় বড় বাড়ি!

শহরে ঢুকে দু পাশে দেখতে দেখতে চললাম। মাছওয়ালা বাগ্দী তখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি; সে বললে, চলুন, আপনি ছেলেমানুষ, আমি পণ্টঘর আপনাকে দেখিয়ে দিই।—আমি যদি তখন তার সদুপদেশ শুনতাম! যাগ গে। আমি তখন ওর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমি এসেছি বেড়াতে বাবার আর মার শাসন থেকে দূরে। আমি এখানে যা খুশি তাই করব। তুমি কে হে বাপু সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছ? আমার গরু আমি নিই না-নিই সে আমার খুশি। পণ্টে গিয়ে গরু পেলেই আমায় এখুনি গরু নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, আমি একটু বেড়িয়ে দেখতে পারব না। আমি এসেছি শহর বেড়িয়ে দেখতে।

বাগ্দী সত্যিই আমায় ছেড়ে এবার অন্য দিকে চলে গেল। আমি আজ বাড়ি ফিরব না। তুমি যাও।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বাজারে পড়লাম। কি লোকজনের ভিড়! ঝুমঝুমি বাজিয়ে এক জায়গায় কি বিক্রি হচ্ছে। চানাচুর! সে আবার কি জিনিস? একটা লোক ঝুমঝুমি বাজিয়ে বলছে—চা-না-চু-র, মজার চানাচুর গরম। যে খাবে ও পস্তাবে, যে না খাবে ও ভি পস্তাবে—মজার চানাচুর গরম!

কি ও জিনিসটা? খেয়ে দেখব?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—কত দাম? কি জিনিস?

—চানাচুর গরম!

BANGLADARSHAN.COM

—এক পয়সার দেবে?

—কাহে নেহি দেবে বাবা? এই লাও।

লোকটা একটা শালপাতার ছোট ঠোঙা আমার হাতে দিল। আমি ঠোঙা খুলে ভেতরের জিনিস দেখতে গেলাম তাড়াতাড়ি। ও মা! ছোলা ভাজা আর কি কি ভাজা। কেমন চমৎকার মসলা। একগাল খেয়ে দেখলাম—ও মা, কি চমৎকার। আর এক পয়সার চানাচুর নিলাম, বাড়ি নিয়ে যাব ছোট ভাইটার জন্যে।

একজায়গায় একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল! তার সামনে একটা লোহার তিনপায়া জিনিস, তার ওপর রেখে জুতোয় ঠুকছিল পেরেক। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে কি সব বড় বড় দোকান। কত রকম জিনিস সাজানো। একটা দোকানে নানারকম ফল বিক্রি হচ্ছে, সেই দিকে গিয়ে দেখি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের গাঁয়ে—কি বিক্রি হচ্ছে বল তো? আম! কেউ কখনও শুনেছে ভাদ্র মাসে আমের কথা! আষাঢ়ের প্রথমে দু-একটা গাছে আম থাকতে দেখা যায় আমাদের ওদিকে। আম এখনও বিক্রি হয়, পাকা আম? আমি সেই ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমগুলো কতক্ষণ ধরে দেখলাম। কত শিল-নোড়া একটা দোকানে। এত শিল-নোড়া কেনে কে? কত রকম টোপর বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে। টোপর তো মালীরা করে দেয় দেখেছি, দোকানে বিক্রি হয় জানতাম না। পেছন দিকে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—এর নাম কী গাড়ি? বা রে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতরে লোক বসে! একজনকে বললাম—ওটা কী গাড়ি?

–রিক্‌শা গাড়ি বলে ওকে খোকা।

–রিক্‌শা গাড়ি?

–হ্যাঁ! দেখ নি কখনও? তোমার বাড়ি কোথায়?

–গোপালনগর। পাড়া গাঁ।

–তাই দেখ নি। এ গাড়ি এখানেই নতুন এসেছ। একখানা মাত্র দেখেছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কি ব্যাপার?

দেখি একটা লোক ফড় খেলছে। চার পয়সা দিলে চার আনা ফেরত দিচ্ছে জিতলে। আমি ফড়খেলা আমাদের গাঁয়ে মেলার সময় দেখেছি। বাবা খেলতে দেয় না। নইলে আমার খেলার খুব ইচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেছি, আরও অনেক লোক দেখছে। খেলছেও অনেক লোক। এই উপযুক্ত সুযোগ, আর আসবে না। মায়ের দেওয়া আট আনাটা কিছু না ভেবেই একটা ভরে নিলাম।

খেলার মালিক বললে–কার আধুলি?

BANGLADARSHAN.COM

–আমার।

–আধুলি উঠিয়ে নাও।

কেন? আমি খেলেছি যে!

–না, তুমি আধুলি নিয়ে চলে যাও।

–না, আমি খেললাম যে! বা রে!

–হেরে গেলে আমার কোন দোষ নেই কিন্তু খোকা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আমি এবার ঠিক ধরেছি। জিতব বলে ও শুধু ঐ রকম করছে। চালাকি পেয়েছে। আমি বললাম না, তোমার কোন দোষ কেন থাকবে।

লোকটা অমনি ফড়ের বাটি তুলে বললে–এই চলে এস–ছক্কা। তোল দান।

বাস্! আমার আধুলি তিরির ঘরে। চক্ষের নিমেষে সে আধুলিটা আত্মসাৎ করলে।

বললে–গেল খোকা? তোমায় বললাম ভাল কথা, তোমার আধুলি তুলে নাও–শুনলে না।

আমার চোখে যেন সরষের ফুল দেখলাম।

হাতে আর একটা পয়সাও নেই আমার। পণ্টের গরু কি দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাব? সর্বনাশ। সেই মাছওয়ালা বাগ্দী লোকটা সৎপরামর্শই দিয়েছিল, তখন কেন শুনলাম না। বাবা অবিশ্যি বাড়ি থাকেন না, মা শুনলে কি বলবে? আ-ট আ-না পয়সা গেল! এক আধটা কি। আহা, সেই অপূর্ব বস্তু চানাচুরও যদি কিনতাম ঐ আট আনা দিয়ে, এতগুলো দিত। বাড়ির সবাই খেয়ে খুশী হত। এভাবে একেবারে মূলে-হাভাত হত না আধুলিটা।

না আর কোথাও দাঁড়ালাম না।

মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শহর অতি খারাপ জায়গা। পেট চুঁই-চুই করছে ক্ষিদেতে। চার পয়সা আছে সঙ্গে, ওই পয়সায় পান কিনে নিয়ে যেতে হবে মার জন্যে। মা পান পেলে খুশী হয়। হয়তো আধুলি খোয়ানোর রাগটা একটুখানি কমতে পারে। পান কোন্ দিকে বিক্রি হয়? পান নিয়ে যাই চার পয়সার। বেলা পড়ে আসছে? তিন ক্রোশ রাস্তা এখন যেতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥